উপজেলা/থানা রিসোর্স সেন্টারের পটভূমি

বাংলাদেশ সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসুচীতে (১৯৯৬-২০০৪) প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছিল। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নানাবিধ সহায়তা দানের উদ্দেশ্যে ১৯৯৮ সাল থেকে উপজেলা/থানা পর্যায়ে একটি রিসোর্স সেন্টার (Upazila Resource Centre/ Thana Resource Centre URC/TRC) প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা এর মধ্যে অন্যতম। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ইউনিসেফ সহায়তাপুষ্ট আইডিয়াল প্রকল্প এবং নরওয়ে সাহায্যপুষ্ট প্রাথমিক শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়ন শীর্ষক ২টি প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে ৪৮১টি উপজেলা/থানার প্রত্যেকটিতে ১টি করে রিসোর্স সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, সকল উপজেলা/থানার রিসোর্স সেন্টার সংশ্লিষ্ট উপজেলার মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে স্থাপন করা হয়েছিল।

উপজেলা/থানা রিসোর্স সেন্টার পরিচিতি

উপজেলা/থানা রিসোর্স সেন্টার প্রাথমিক শিক্ষার অবকাঠামোতে একটি নবতর সংযোজন। উপজেলা/থানা পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো যা শিক্ষকসহ প্রাথমিক শিক্ষার সংগে জড়িত সকলের জন্যে একাডেমিক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত। উপজেলা/থানা পর্যায়ে শিক্ষক ও প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং এসএমসি সদস্যদের শিক্ষণ ও শিখন ক্ষেত্রে কার্যকর দক্ষতা উন্নয়ন ও সহায়তা বৃদ্ধির জন্য সরাসরি প্রশিক্ষণ ও ওরিয়েন্টেশন প্রদান, সেমিনার আয়োজন, কারিগরি সমর্থন প্রদান, তথ্য সরবরাহ কেন্দ্র, গ্রন্থাগার/ইকুইপমেন্ট সংক্রান্ত সুবিধা প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পাদন করার জন্যই এই রিসোর্স সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

উপজেলা/থানা রিসোর্স সেন্টার প্রতিষ্ঠার যৌক্তিকতা

প্রাথমিক শিক্ষার গুণগতমান উদ্বেগজনকহারে হ্রাস পাওয়ায় জরুরী ভিত্তিতে স্থানীয় পর্যায়ে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ইউআরসি প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে দেখা যায় যে-

ক) বিদ্যালয়ের নিকটবর্তী কোন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নেই যা সরাসরি, নিয়মিত এবং তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে শিক্ষক/কর্মকর্তা/এসএমসি সদস্যদের পেশাগত ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কারিগরি সহায়তা দান করতে পারে।

খ) স্বল্পমেয়াদী চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন মানের যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ চাহিদা মেটাতে পারে এমন একটি কেন্দ্রের অনুপস্থিতি বিশেষভাবে অনুভূত হয় (সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে পরিকল্পিত এবং নির্দিষ্ট কর্মসূচী ভিত্তিক হওয়ায় স্থানীয় শিক্ষকদের চাহিদার ভিত্তিতে কোন প্রশিক্ষণ আয়োজন করা সম্ভব হয় না। এতদ্ব্যতীত প্রশিক্ষণ ছাড়া অন্য কোন একাডেমিক সেবা প্রদান সাব-ক্লাস্টার কার্যক্রমে অন্তর্ভূক্ত নেই)। URC/TRC এ অভাব পুরণে কার্যকর সাহায়তা দিতে পারবে।

গ) স্থানীয় পর্যায়ে প্রাপ্ত সম্পদ (মানবসম্পদসহ) ব্যবহারের জন্য একটি কাঠামোগত ব্যবস্থাপনা থাকা প্রয়োজন যা একাধারে অর্থের সাশ্রয় করবে অন্যদিকে অব্যবহৃত সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করবে।

ঘ) যে কোন সিস্টেমের উন্নয়নের জন্য ভৌত সম্পদ এবং তথ্যাভিজ্ঞ ব্যক্তির সমাবেশ ও সমন্বয় হওয়া প্রয়োজন। উপজেলা/থানা রিসোর্স সেন্টার স্থানীয়ভাবে উদ্ভুত প্রয়োজনের ভিত্তিতে এই সম্পদ কার্যকরভাবে সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারে।

ঙ) শিক্ষার গুণগত মান পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন স্থানীয়ভাবে করা হলে তাৎক্ষণিকভাবে বিভিন্ন ইস্যুভিত্তিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। উপজেলা/থানা রিসোর্স সেন্টারের মাধ্যমে এইরূপ ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা সম্ভব।

চ) উপজেলা/থানা রিসোর্স সেন্টারের মাধ্যমেই বর্তমানে কেন্দ্রীভূত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনার সঠিক বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন করা সম্ভব। স্থানীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ, প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা, উপকরণ প্রণয়ন এবং প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নের ফলে সময় ও অর্থের সাশ্রয় হবে।

উপজেলা/ থানা রিসোর্স সেন্টারের কর্মপরিধি

ক) স্থানীয়ভাবে অথবা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর/নেপ পরিচালিত প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় প্রশিক্ষণ/ওরিয়েন্টেশন/সেমিনার আয়োজনের কেন্দ্র হিসাবে কাজ করা।

খ) তাৎক্ষনিক চাহিদার ভিত্তিতে/চাহিদা যাচাইয়ের ভিত্তিতে প্রধান শিক্ষক, শিক্ষক, প্রাথমিক শিক্ষার সাথে জড়িত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা, প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ সামগ্রী তৈরি করে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা।

গ) পাঠসংশ্লিষ্ট শিক্ষোপকরণ (teaching aids) তৈরি, সংরক্ষণ ও শ্রেণিকক্ষে এর ব্যবহার সম্পর্কে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

ঘ) একাডেমিক সুপারভিশনের মাধ্যমে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ চাহিদা যাচাই এবং প্রশিক্ষণের ফলাফল/প্রভাব প্রত্যক্ষণ করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ এবং চাহিদা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ উপকরণ প্রণয়ন ও প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন করা।

ঙ) সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণ পরিদর্শন করে মূল্যায়নধর্মী প্রতিবেদন প্রণয়ন করা এবং নিজ সংস্থার প্রশিক্ষণ পরিকল্পনায় অর্জিত অভিজ্ঞতার ব্যবহার করা।

চ) বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চাহিদা যাচাইয়ের জন্য শিক্ষক প্রোফাইলসহ বিদ্যালয়ের মান সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ করা।

ছ) প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত বইপত্র, পিরিয়ডিক্যালস ম্যাগাজিন ইত্যাদি সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং এর কার্যকর ব্যবহারের ব্যবস্থা করা। স্থানীয়ভাবে অবহিতকরণের জন্য ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে নিউজ লেটার/তথ্যপুস্তিকা প্রকাশ করা।

উপজেলা/থানা রিসোর্স সেন্টারের ইন্সট্রাক্টর-এর দায়িত্ব ও কর্তব্য

- উপজেলা/থানা রিসোর্স সেন্টারের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন। এই কর্মপরিকল্পনা অনুসারে প্রশিক্ষণ, কর্মশিবির, সেমিনার, আলোচনা সভার আয়োজন করবেন। তথ্যপুস্কিকা/নিউজ লেটার প্রকাশ ও বিতরণ করবেন।
- প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য চাহিদা নিরূপণ, বিষয় নির্বাচন, প্রশিক্ষণ সামগ্রী তৈরি এবং প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য তথ্যজ্ঞ ব্যক্তি নির্বাচন করে এই কার্যক্রমগুলো সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- প্রয়োজন অনুসারে বিদ্যালয় ও সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণ পরিদর্শন করে প্রতিবেদন প্রণয়ন করবেন এবং তার মন্তব্য ও পরামর্শ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অবহিত করবেন। এই পরিদর্শনকৃত তথ্যাদি প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণের এবং প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা বাস্তবায়নেরকাজে ব্যবহার করবেন।
- সংশ্লিষ্ট উপজেলা/থানার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য, বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনে উর্ধ্বতন পর্যায়ে মনিটর করবেন।
- তিনি উপজেলা/থানা রিসোর্স সেন্টারের দৈনন্দিন কর্মকান্ড পরিচালনাসহ কেন্দ্রের যাবতীয় রক্ষণাবেক্ষণের দায়-দায়িত্ব বহন করবেন।
- প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে জারিকৃত নির্দেশাবলী পালন ও বাস্তবায়ন করবেন।
- রিসোর্স সেন্টারের আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন এবং আর্থিক যাবতীয় রেকর্ডপত্র নিয়মিতভাবে সংরক্ষণ করবেন।

উপজেলা/থানা রিসোর্স সেন্টারের সহকারী ইন্সট্রাক্টর এর দায়িত্ব ও কর্তব্য

রিসোর্স সেন্টারের যাবতীয় কার্যক্রম আয়োজন ও পরিচালনার বিষয়ে ইন্সট্রাক্টর (ইউআরসি/টিআরসি) কে সহায়তা করবেন।

- ইন্সট্রাক্টরের সামগ্রিক তত্ত্বাবধানে রিসোর্স সেন্টারের সমস্ত নথি রক্ষণাবেক্ষণ করবেন।
- ইন্সট্রাক্টরের সামগ্রিক তত্ত্বাবধানে রিসোর্স সেন্টারের সমস্ত মালামাল সুষ্ঠুভাবে রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করবেন।
- ইন্সট্রাক্টরের নির্দেশ মোতাবেক প্রশিক্ষণ, পরিদর্শন ও সমীক্ষা পরিচালনায় অংশগ্রহণ করবেন।

ইন্সট্রাক্টরগণের একাডেমিক ও পেশাগত যোগ্যতা

প্রাথমিক শিক্ষার একাডেমিক কার্যক্রমকে গতিশীল ও শিক্ষকদের একাডেমিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রীর পাশাপাশি বি.এড/এম.এড ডিগ্রী অথবা আই ই আর থেকে নূন্যতম স্নাতকোত্তর ডিগ্রী এবং সহকারী ইন্সট্রাক্টরদের শিক্ষাগত যোগ্যতা নূন্যতম স্নাতকোত্তর ডিগ্রী নির্ধারণ করা হয়। এছাড়া ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর ও সহকারী ইন্সট্রাক্টরগণকে নেপ, ডিপিই, বিয়াম, এনসিটিবি, পরিকল্পনা উন্নয়ন একাডেমী, নায়েম, কৃষিবিদ ইন্সটিটিউট এবং পিটিআই থেকে প্রায় ৩০ (ত্রিশ)টি কোর্সের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করে একাডেমিকভাবে দক্ষ জনবল হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। এছাড়া ইউআরসির অনেক ইন্সট্রাক্টর ও সহকারী ইন্সট্রাক্টরকে চীন, জাপান, ইংল্যান্ড, আইসল্যান্ড, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলংকা ও ভারত হতে একাডেমিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও উচ্চতর ডিগ্রী অর্জনের মাধ্যমে দক্ষ করে তোলা হয়েছে।ইন্সট্রাক্টর ও সহকারী ইন্সট্রাক্টরগণঅর্জিত প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান শিক্ষকদের একাডেমিক সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে সফলভাবে ব্যবহার করছেন।

১৯৯৮-২০২২পর্যন্ত ইউআরসি কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলী

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	বিবরণ	মন্তব্য
১.	একাডেমিক তত্ত্বাবধান/বিদ্যালয় পরিদর্শন	১.১ প্রমাপ অনুযায়ী বিদ্যালয় পরিদর্শন (প্রতিমাসে ইন্সট্রাক্টর ৫টি এবং সহকারী ইন্সট্রাক্টর ৭টি)	
		১.২ যোগ্যতা ভিত্তিক প্রশ্ন প্রণয়নে সহায়তা।	
		১.৩ ধারাবাহিক মূল্যায়নে শিক্ষকদের সহায়তা।	
		১.৪ বিদ্যালয়ে একীভূত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে শিক্ষকদেরসহায়তা।	
		১.৫ বিদ্যালয়ে পাঠ সমীক্ষা(Lesson study) বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান।	
		১.৬ মোবাইলে বিদ্যালয় পরিদর্শন (ইন্সট্রাক্টর ৮টি এবং সহকারী ইন্সট্রাক্টর ৮টি)	
২.	প্রশিক্ষণ পরিচালনা	২.১ ১৯৯৮ সাল থেকে অদ্যাবধি ইউআরসি কর্তৃক পরিচালিত প্রশিক্ষণ সমূহঃশিক্ষাক্রমবিস্তরণ,প্রধান শিক্ষকদের লিডারশীপ, প্রাক -প্রাথমিক, ইনডাকশন, বিষয়ভিত্তিক (গণিত বিজ্ঞান,বাংলা,ইংরেজি. বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়, শারিরীক শিক্ষা ,চারু ও কারুকলা, সংগীত),মার্কার, টি এস এন, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা, গণিত অলিম্পিয়াড কৌশল, তিন মিনিটের গণিত, ইসিএল, এসএমসি সদস্যদের প্রশিক্ষণ এবং চাহিদা ভিত্তিক সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণ ইত্যাদি	
৩.	সাব-ক্লাষ্টার প্রশিক্ষণ	৩.১ চাহিদা প্রাপ্তি সাপেক্ষে চাহিদা ভিত্তিক সাব ক্লাষ্টার প্রশিক্ষণ সহায়িকা তৈরি, প্রশিক্ষকদের ওরিয়েন্টশন, সাব ক্লাস্টার প্রশিক্ষণ পরিদর্শন (ইন্সট্রাক্টর ৩টি এবং সহকারী ইন্সট্রাক্টর ৩টি)	
৪.	সমন্বয় সভা	৪.১ প্রধান শিক্ষকদের, উপজেলা পরিষদের,ডিপিইও এবং সুপারিনটেনডেন্ট মহোদয় কর্তৃক আয়োজিত মাসিক সমন্বয় সভায় অংশগ্রহণ।	
		৪.২ বিদ্যালয় পর্যায়ে পাক্ষিক একাডেমিক সভা করা।	
৫.	ডাটা বেইজ হালফিল	৫.১ শিক্ষকদের ডাটা বেইজ হালফিল করণ।	
		৫.২Web based accounting system এ সকল তথ্য এন্ট্রিকরণ এবং Training Tracking Software এ প্রশিক্ষিত শতভাগ শিক্ষকের তথ্য এন্ট্রি নিশ্চিতকরণ	
		৫.৩ বিষয় ভিত্তিক আকর্ষণীয় উপকরণের তালিকা প্রণয়ন ও ইউআরসিতে সংরক্ষণ।	
৬.	করোনা কালীন কার্যক্রম	৬.১ জুম অ্যাপ/গুগলমিট ব্যবহার করে Refreshers , বিষয়ভিত্তিক এবং নবনিযুক্ত শিক্ষকদের ভার্চুয়াল প্রশিক্ষণ পরিচালনা	
		৬.২ জুম অ্যাপ/গুগলমিট ব্যবহার করে Acelerated Remidial Learning plan(ARLP) সম্পর্কে শিক্ষকদের অবহিতকরণ।	
		৬.৩ জুম অ্যাপ/গুগলমিট ব্যবহার করে শিক্ষকদের সাথে মত	

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	বিবরণ	মন্তব্য
		বিনিময়,অভিভাবক ও শিক্ষার্থীর সাথে যোগাযোগ।	
৭.	প্রকাশনা	৭.১ দেয়াল পত্রিকা ,নিউজ লেটার প্রকাশ	
৮.	প্রশাসনের সাথে সমন্বয়	৮.১ উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন (বোর্ডের পরীক্ষা, নির্বাচন, ট্যাগ অফিসার হিসাবে দায়িত্ব পালন ইত্যাদি)	
		৮.২ উপজেলা প্রশাসনের সাথে জাতীয় দিবস সমূহ যথাযথভাবে উদযাপন।	
৯.	ইনোভেশন	৯.১ ইউআরসি কর্তৃক বিভিন্ন উদ্ভাবনী ধারণা(Innovation Idea) বাস্তবায়নের মাধ্যমে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে সহযোগিতা করা ।	

ইউআরসি প্রতিষ্ঠার পর প্রাথমিক শিক্ষায় অবদান সমূহ

- ইউআরসিতেপ্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকগণ আধুনিক পদ্ধতি,কৌশল ও উপকরণ ব্যবহার করে পাঠদান করে থাকেন।
- প্রধান শিক্ষকদের লিডারশিপ প্রশিক্ষণ সফলভাবে প্রদানের ফলে বিদ্যালয় পরিচালনায় প্রশাসনিক এবং একাডেমিক দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- বিদ্যালয় কার্যক্রমে এসএমসি সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদানের ফলে তাদের দায়িত্বপালনে দক্ষতাবৃদ্ধি পেয়েছে।
- প্রাক- প্রাথমিক শ্রেণির প্রশিক্ষিত শিক্ষকগণ শিশুবান্ধব পরিবেশে দক্ষতার সাথে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করছেন।
- শিক্ষকগণকে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদানের ফলে যোগ্যতা ভিত্তিক প্রশ্নপ্রত্র প্রণয়ন,ধারাবাহিক মুল্যায়ন করে পাঠদানে সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- শারীরিক শিক্ষা, সংগীত ও চারু-কারু প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে শিক্ষকগণ সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলী ও সমাবেশ সফলভাবে করছেন।
- ইউআরসির সার্বিক সহযোগিতায় শিক্ষকগণ বিভিন্ন অ্যাপস্(জুম , গুগল মিট) ব্যবহার করতে এবং অনলাইনে ক্লাস নিতে সক্ষমতা অর্জন করেছে।
- চাহিদা ভিত্তিক সাব ক্লাষ্টার প্রশিক্ষণের সহায়িকা প্রণয়নে শতভাগ সফল হয়েছে ।
- ইউআরসিতে অত্যন্ত স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সহিত প্রশিক্ষণগুলো যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হওয়ায় ,প্রশিক্ষণের আর্থিক বিষয়ে কোন প্রকার অডিট আপত্তি নেই।
- বিদ্যালয় পরিদশর্ন ও বিভিন্ন প্রশিক্ষণে ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরী ও মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ব্যবহার সম্পর্কে উদ্বুদ্ধ করায় শিক্ষকদের দক্ষতা অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।
- প্রশিক্ষণে শুদ্ধাচার ,বাল্য বিবাহের কুফল, শিশু ও নারী পাচার, মাদক বিরোধী এবং জঙ্গিবাদ সম্পর্কে আলোচনা করার ফলে শিক্ষকগণ এলাকার জনগনকে সচেতন করছেন।
- উপজেলা প্রশাসনের সাথে সরকারি সকল কাজে সার্বিক সহযোগীতা প্রদান।
- প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকগণের ডাটা বেইজ হালফিল এবং প্রশিক্ষণের চাহিদা নিরুপণ।
- পাঠ সমীক্ষা (Lesson study)পরিচালনায় শিক্ষকদের উদ্বুদ্ধ করা হয় ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা হয়।
- উদ্ভাবনী ধারণা(Innovation idea)বাস্তবায়নের মাধ্যমে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে সহযোগিতা করণ